ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

সিলেটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অনুমোদনহীন নানা পাঠ্যবই

বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী, সিলেট থেকে : সিলেটের মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারের অনুমোদন ছাড়া পাঠ্যবই পড়ানো হচ্ছে। পুস্তক ব্যবসায়ী ও শিক্ষকদের যোগসাজশে এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চমূল্যে ও নিম্নমানের অনুমোদনহীন বই পড়ানো হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও ব্যবসায়ীরা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরকে নানামুখী ভয়ভীতি দেখিয়ে এসব বই কিনতে বাধ্য করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সিলেট বিভাগের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ও অনুমোদিত সহায়ক পুস্তকের তালিকা অনুসরণ করা হয় না। বিশেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সহায়ক বইয়ের ক্ষেত্রে বাংলা দ্রুত পঠন, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা রচনা, ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার, ইংরেজি ব্যাকরণ ও ইংরেজি রচনা এসব বই নির্বাচনে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা অনুসরণ করা হয় না। এসব প্রতিষ্ঠানে সহায়ক বই পড়ানোর ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যের ও নিম্নমানের বই পড়ানো হচ্ছে।

সূত্রমতে, বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা ও কতিপয় শিক্ষকের যোগসাজশে এনসিটিবি থেকে প্রকাশিত বই ছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানে সহায়ক বই পাঠ্য করা হচ্ছে।

এ বছর জকিগঞ্জ শিক্ষক সমিতি জকিগঞ্জ উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বইয়ের তালিকা তৈরি করে দিয়েছে। এসব বইয়ের প্রাপ্তিস্থান হিসেবে এই শিক্ষক সমিতি পপি লাইব্রেরি এন্ড স্টেশনারির নাম উল্লেখ করেছে। এই তালিকার মধ্যে সহায়ক বইয়ের তালিকার একটিরও বোর্ডের অনুমোদন নেই। তাছাড়া সিলেট শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এ কে এম কাশেম তালুকদারের লেখা একটি ইংরেজি

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

সিলেটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়

● শেষের পাতার পর

বই সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য করা হয়েছে। যদিও এই গ্রামার বইটির বোর্ডের অনুমোদন নেই। অভিযোগ রয়েছে, সহকারী পরিচালককে খুশি করার জন্য এসব স্কুলে তার লেখা বই পাঠ্য করা হয়েছে।

এছাড়া সিলেট নগরীর অগ্রণামী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর সহায়ক পাঠ্য বইয়ের মধ্যে জিনিয়াস কম্যুনিকেটিভ, আনন্দ কলি, এ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর মডার্ন কম্যুনিকেটিভ ইংলিশ গ্রামার, বিকল্প বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, ৮ম শ্রেণীর এ পারফেক্ট ইংলিশ গ্রামার আর মারফি রচিত, নগরীর এইডেড স্কুলে বোর্ড অনুমোদিত ছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক ব্যাকরণ ও রচনাশৈলী ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৮ম শ্রেণীতে অর্পিতা মুৎসুদ্দির কল্পকাহিনী পাঠ্য করা হয়েছে।

এরকম অবস্থা সিলেট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, পুলিশ লাইন, রসময় উচ্চ বিদ্যালয়, হাতেম আলী কাজী জালাল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, নবীগঞ্জ জে কে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ সতীশ চন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, সিলেট সদর থানার কালারুবা উচ্চ বিদ্যালয়েও। শুধু তাই নয়, সিলেট বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই তালিকা মানা হয় না।

যদিও সরকারি ঘোষণাও রয়েছে এই তালিকাবহির্ভূত কোনো বই বিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। যদি কোনো বিদ্যালয় এই তালিকাবহির্ভূত কোনো অননুমোদিত বই পাঠ্য করে তাহলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের অর্ডিন্যান্স ও সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের স্কুল পরিদর্শকের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, গত বছরের অক্টোবর মাসে তারা প্রতিটি স্কুলের কাছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের পুস্তকের তালিকা পাঠিয়েছেন। তবে কোনো প্রতিষ্ঠান এর বাইরে বই পাঠ্য করেছে কি না তা তাদের জানা নেই।